দৈনিক বাংলা
তারিখ 09 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

66

ধর্মঘট শেষ : শিক্ষকদের দায়িত্ব

বেসরকারী স্কুল–কলেজের শিক্ষক–কর্মচারী ধর্মঘটের একটা সুরাহা হয়েছে। তাদের বেতনের সরকারী অংশ শতকরা ৭০ ভাগ থেকে ৮০ ভাগ করা হয়েছে। এই শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি কার্যকর হবে আগামী জানুয়ারী থেকে। এছাড়া তারা আপাতত পাবেন একটি টাইম স্কেল। মেডিক্যাল ভাতা ৫০ টাকা বৃদ্ধি এবং তাদের সুবিধা দেয়া হবে গ্রাচুইটি ও কল্যাণ ট্রাস্টের।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে শিক্ষকদের এ নিয়ে চুক্তি হয়েছে মাত্র কদিন আগে। বলা যেতে পারে, এই চুক্তিতে কেউই অখুশী হননি। দুপক্ষই খোলা মন নিয়ে আলোচনা করে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছে। শুধু বাকি থেকে গেছে তৃতীয় পক্ষ। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কথা। কলকারখানা ধর্মঘটে এমন কোন তৃতীয় পক্ষ থাকে না। ধর্মঘট–হরতালে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয়। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে ধর্মঘটের মত সে অসুবিধার তেমন গভীরতা নেই। তাই ধর্মঘট পরবর্তীকালে প্রশ্ন উঠেছে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া নিয়ে।

একথা বিশ্বাস করা যায় যে শিক্ষকরা ধর্মঘটের সময়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। অতিরিক্ত ক্লাস নেবেন। ছুটিছাটা কম নেবেন। পাঠক্রম যথাসময়ে সমাপ্ত করার চেষ্টা করবেন।

তবুও বলা যায়, এর পরেও সব সমস্যার সমাধান হবে না। সমস্যা দেখা দেবে আগামী এসএসসি পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের জন্য। এই ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের দীর্ঘদিনের বেশ কিছু অভিযোগ আছে। অভিযোগ আছে, টেস্ট পরীক্ষায় এলাউ, কোচিং এবং পরীক্ষার ফি নিয়ে।

লক্ষ্য করা গেছে, অনেক স্কুল এবং কলেজে দু'তিন দফায় পরীক্ষা এলাউড ছাত্রদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। প্রতি দফার ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অংকের টাকা দাবি করা হয়। বলা হয়, এ টাকার বিনিময়ে দুর্বল ছাত্রদের প্রয়োজনীয় কোচিং করা হবে। তাদের পাসের যোগ্য করা হবে এবং এই পটভূমিতেই প্রথম ডাক, দ্বিতীয় ডাক ও তৃতীয় ডাকের ছাত্রছাত্রীদের ভিন্ন ভিন্ন অংকের কোচিং ফি দিতে হয়। প্রথম ডাকে যারা পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত হয় তাদের কোচিং ফি তিনশ টাকা হলে দ্বিতীয় ডাকের জন্য ৫শ টাকা এমন কি, তৃতীয় ডাকের জন্য কোচিং ফি হাজার টাকাও হতে পারে। অথচ প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডাকের জন্য একই ধরনের কোচিং–এর ব্যবস্থা করা হয়। কারো জন্য কোন তারতম্য নেই। কোন বিশেষ ব্যবস্থাও নেই। বিশেষ ব্যবস্থা শুধু টাকার অংকে। তাই দুর্জনের ভাষায় এটা হচ্ছে, স্কুল এবং শিক্ষকদের বেশী টাকা আয়ের কৌশল। এক ধরনের মিথ্যাচার ও দুর্নীতি।

এ ব্যাপারে বহুবার লেখালেখি হয়েছে। পত্রপত্রিকায় চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষকরা টু–শব্দটি পর্যন্ত করেননি। ফলে, ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে এই কোচিং নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। গরীব ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের বক্তব্য হচ্ছে—এ কোচিং বাধ্যতামূলক কেন হবে? অনেক গরীব ছাত্রের পক্ষে কোচিং ফি দেবার সংগতি নেই। অনেক গরীব ও মেধাবী ছাত্র স্কুলের এ কোচিং ছাড়াই পাস করতে সক্ষম। তাহলে তাদের কেন ঘটিবাটি বিক্রি করে কোচিং ফি দিতে বাধ্য করা হবে? এ ধরনের বাধ্যতামূলক কোচিং ফি ইতিপূর্বে কোনকালে ছিল না? এখন এই কোচিং ফি পরীক্ষার ফি–এর সঙ্গে এক করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কেউ কোচিং ফি না দিলে স্কুল–কর্তৃপক্ষ তাদের পরীক্ষার ফি গ্রহণ করে না এবং পরীক্ষার ফরমও পূরণ করতে দেয় না। অর্থাৎ সে ছাত্র পরীক্ষাই দিতে পারবে না।

কিন্তু এ ধরনের অধিকার কোন শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আছে কি? আমাদের ভাগ্য ভাল যে আমাদের দেশের মানুষ কথায় কথায় কোর্টকাচারীতে যায় না। এ নিয়ে মামলা হলে কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিপদে পড়ে যেতে পারে। তবে কোর্টকাচারী করার কথা আমি বলছি না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটু সহানুভূতিশীল হবার অনুরোধ জানাচ্ছি, গরীব ছাত্রদের পক্ষ হয়ে। গ্রাম–গ্রামান্তরে কৃষক পরিবারে প্রবেশিকা পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর সাথে অনেক আশা–আকাঙক্ষা জড়িত। গ্রাম–গ্রামান্তরের শিক্ষকরা এ কথাটি সবচেয়ে বেশী জানেন। অথচ পরীক্ষার ফি আদায়ের সময় মনে হয়, কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি আছে।

এই অসঙ্গতির প্রশ্ন আছে প্রতিটি স্কুল ও কলেজে। এমন কি, অনেক সরকারী স্কুল ও কলেজও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে বোর্ডের পরীক্ষার ফি'র সাথে স্কুল–কলেজের পরীক্ষার ফি–এর কোন সঙ্গতি নেই। প্রতিটি স্কুল–কলেজ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার ফি'র নামে দ্বিগুণ–তিনগুণ টাকা নিয়ে থাকেন। গ্রামের স্কুলের শিক্ষকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের চাহিদা অনেক সময় সহনীয় মনে হয়। কিন্তু অসহনীয় মনে হয়, রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের স্কুল–কলেজের পরীক্ষা ফি–এর নামে বিরাট অংকের টাকা ছাত্রদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেবার প্রচেষ্টা।

এ ট্রাডিশনই দীর্ঘদিন ধরে চলছে। অথচ হিসাব করে দেখিয়ে দেয়া যায় যে পরীক্ষার ফি বাবদ কোন স্কুল–কলেজের এ টাকা প্রাপ্য নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে এ অভিযোগের কোন সদুত্তর আজও কোন স্কুল–কলেজ কর্তৃপক্ষ দেননি বা দেবার প্রয়োজন অনুভব করেননি। এবার ধর্মঘটের পরে এ ব্যাপারে নতুন করে কি চিন্তাভাবনা করা যায় না।

প্রসঙ্গত বেসরকারী স্কুল–কলেজের যে সকল শিক্ষক–কর্মচারী ঢাকায় অবস্থান ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিলেন তাদের একটি অপ্রিয় সত্য আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে ঢাকায় আপনারা তেমন সম্মান ও সমাদর পাননি। ঢাকাবাসী আপনাদের দূর থেকে দেখেছে। এজন্য আপনাদের পেশার এক শ্রেণীর শিক্ষক দায়ী। ঢাকায় এক শ্রেণীর শিক্ষক টিউটোরিয়াল হোম ও কোচিং সেন্টারের মালিক। এই হোম ও কোচিং সেন্টারের অধিকাংশ শিক্ষক ঢাকার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা করেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা স্কুল–কলেজে পড়ান না। শিক্ষার ব্যবসা করেন। হোম ও কোচিং সেন্টারে হাজার হাজার টাকা আয় করেন এবং তারা এ ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন এবং নিশ্চয়ই আপনারা আরো লক্ষ্য করেছেন যে রাজধানী ঢাকায় মাত্র কয়েকটি হাতেগোনা স্কুল–কলেজে ধর্মঘট হয়েছে। এর কারণ খুঁজলে নিশ্চয়ই আপনারা অনেক অপ্রিয় সত্যের সন্ধান পাবেন। ঢাকাবাসী আপনাদের তাদের মত করেই দেখেছে।

আমি প্রথমেই বলেছিলাম, শিক্ষাঙ্গনে তৃতীয় পক্ষ আছে। তাদের অনিবার্য কারণে নীরব থাকতে হয়। এই নিরবতার অর্থ সবকিছু মেনে নেয়া নয়। তাই আশা করব শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সমাজ—আপনাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি পুংখানুপুংখভাবে এবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করবেন। বিশেষ করে এবারের পরীক্ষার সময় আশা করব পরীক্ষার ফি নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না। এ প্রত্যাশা শুধু আমার নয়, দেশের সকল পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকের।

—নির্মল সেন